‘গণহত্যার দোসর’ অধ্যাপককে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

জবি প্রতিনিধি

০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
২০:২০

শেয়ার

অ +

অ -

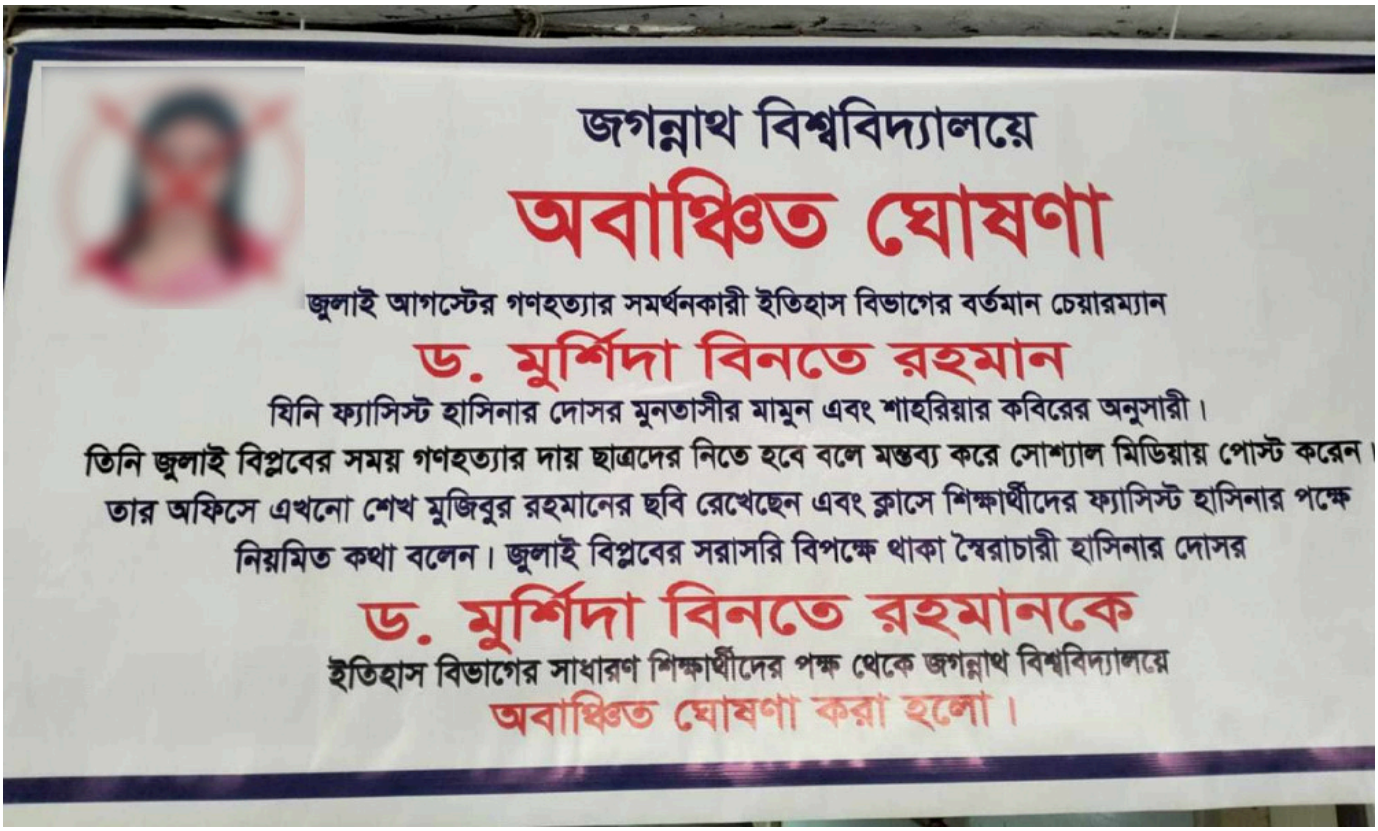

সংগৃহীত ছবি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ‘গণহত্যার দোসর’ আখ্যা দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান মুর্শিদা বিনতে রহমানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) ইতিহাস বিভাগের সামনে চেয়ারম্যানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে একটি ব্যানার টানিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তার শাস্তি চেয়ে উপাচার্য বরাবর দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে।

ইতিহাস বিভাগের সামনে টানানো ব্যানারে লেখা আছে, মুর্শিদা বিনতে রহমান ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর।

মুনতাসীর মামুন ও শাহরিয়ার কবিরের অনুসারী। তিনি জুলাই আগস্টের গণহত্যার দায় ছাত্রদের নিতে হবে বলে মন্তব্য করে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। তার অফিসে এখনো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রয়েছে। তিনি ক্লাসে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পক্ষে কথা বলতেন।

জুলাই বিপ্লবের সরাসরি বিপক্ষে থাকা স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার দোসর ড. মুর্শিদা বিনতে রহমানকে ইতিহাস বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।

আরো পড়ুন

শিক্ষক সমিতি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা আওয়ামীপন্থীদের

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইতিহাস বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বলেন, 'মুর্শিদা ম্যাম জুলাই বিপ্লব চলাকালীন ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন যে, গণহত্যার দায় শিক্ষার্থীদের নিতে হবে। এ ছাড়া জবি ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহিম ফরাজীর সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।'

আরেকজন শিক্ষার্থী বলেন, 'মুসলিম শিক্ষার্থী যারা ধর্ম চর্চা করে তাদের প্রায় সময়ই কটাক্ষ করে কথা বলেন এই অধ্যাপক।

তিনি ধর্মকে আঘাত করে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের বলতেন, তিনি তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে এসব বলছেন। কোনো বানানো কথা নয়।'

জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে হওয়া 'গুম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' নিয়ে এমফিল করতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি করান অধ্যাপক মুর্শিদা। এসব অভিযোগ জানিয়ে আজ সোমবার উপাচার্য বরাবর অভিযোগপত্র দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম দিলাম, জাহিদুর রহমান জামাল জামাল, মো. তানভীর রায়হান, মো. মুর্তজা খালেদ, আবু নাঈম, সাইফুল ইসলাম নিবিড় ও আবু আনছার।